SEP. 20 2002

বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট সমস্যা

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সেশনজট দেশের মেধাবী ছাত্রসমাজকে হতাশার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। অভিভাবকদের করছে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু। সরকারের অপরিকল্পিত উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা দেশের উচ্চশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়িয়েছে, বাড়েনি তাদের জন্য কর্মসংস্থান। বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন সেশনজট হচ্ছে? এক. সময়মতো কোর্স শেষে পরীক্ষা হয় না। ফলে ছাত্ররা নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষা সমাপ্ত করে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে পারছে না। দেশ যোগ্য সন্তানের মেধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। দুই. সময়মতো শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারছে না বলে অভিভাবকদের ওপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ পড়ছে যা বহন করার ক্ষমতা অধিকাংশ অভিভাবকের নেই। ক্ষতিগ্রস্ত হয় ছোট ভাইবোনদের লেখাপড়া। এ কথা সত্য যে, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সাধারণত গরিব ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেধাবী ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে। উচ্চবিত্ত বা উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের ছেলেমেয়েরা এবং রাজনীতিবিদ ও বড় বড় ব্যবসায়ীর ছেলেমেয়েরা বাংলাদেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হয় না। তাদের অধিকাংশই বিদেশে অথবা দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে লেখাপড়া করে। সেখানে সেশনজট নেই। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার খরচ বহন করার ক্ষমতা নেই। সেশনজট যারা শিক্ষার নীতিনির্ধারণ ও পরিকল্পনা করেন, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করেন, রাজনীতি করেন তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না, তাই এ শ্রেণীর ভদ্রলোকরা সেশনজট নিয়ে তেমন মাথা ঘামান না। এ দেশের সাধারণ জনগণ মনে করেন পরাধীন আমলে সরাসরি সাধারণ মানুষকে উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখত, বর্তমানে পরিকল্পনা করে সাধারণ মেধাবী ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করা হচ্ছে। অর্থাৎ বড়লোকদের ছেলেমেয়েরা যে প্রতিষ্ঠানে পড়বে সেখানে গরিব, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা যাতে ঢুকতে না পারে সে ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কমিউনিস্টরা জার শাসনের অবসান ঘটিয়ে তথাকথিত ছোটলোক অস্পৃশ্য ছেলেমেয়েদের প্রয়োজনীয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছিল। বাংলাদেশে বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতিগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে জার শাসন আমলের শিক্ষা ব্যবস্থার কথা মনে পড়ে। বিনা বেতনে লেখাপড়ার মান আর হাজার টাকা বেতন দিয়ে লেখাপড়া করানোর মান এক হতে পারে?

এ দেশের জনগণ ভাবতে শুরু করেছে, জারদের মতো এ দেশের কিছু শিক্ষাবিদ, পরিকল্পনাবিদ ও রাজনীতিবিদ পরিকল্পিতভাবে দেশের সাধারণ মানুষের মেধাবী ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছে, সন্ত্রাসী বানাচ্ছে। পাড়ায় পাড়ায় গড়ে উঠা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কি মানসম্পন্ন পাঠদানে সক্ষম? এককথায় জবাব হচ্ছে না। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে অনৈতিক কর্মকাণ্ড, চাঁদাবাজ, সন্ত্রাসী ও ধর্ষণের মতো মারাত্মক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে জীবনটাকে নষ্ট করে দিচ্ছে। সেশনজটের কারণে পিতার জমাজমি বন্ধক পড়ছে, বিক্রি হচ্ছে। ছোট ভাইবোনদের লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে। তাই বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া মেধাবী ছাত্রছাত্রী তার ছোট ভাইবোন, মা-বাবাকে আর্থিক অভাব মেটানোর জন্য যদি অনৈতিক পথে পা বাড়ায় তা হলে এর দায়ভার কে বহন করবে? কিছু কিছু অপরিণামদর্শী শিক্ষক বা ছাত্র দ্বারা সেশনজট তৈরি হয়। জনসাধারণ বিশ্বাস করে কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে তা খুব সহজেই নিরসন করা সম্ভব অথচ এ দায়িত্ব যেন কারও নয় এমনই ভাব সর্বত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে। শত প্রতিকূল অবস্থা কাটিয়ে মেধাবী ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয় সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করল কিন্তু তদবির বা টাকার অভাবে চাকরি পেল না। অথচ কম মেধাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রী এ দুয়ের যে কোন একটির প্রভাবে চাকরি পেয়ে গেল। যারা সেশনজট নিরসনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত তাদের কাছে আবেদন সেশনজটমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করে জনগণের সা অর্জন করুন।

ডা. এএইচএম মোস্তফা
মতিঝিল, ঢাকা